৩৭/ আজকের কাগজ ৭৬

তারিখ ... 27 FEB 1993
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

ডাকসু নির্বাচন

ছাত্র সংগঠনগুলোর সম্মতি থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না

নজমুল কবির শিপন : প্রায় সব ছাত্র সংগঠনের মত থাকা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু নির্বাচনের কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। ১৯৯০ সালে সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং তার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় ১৯৯১ জুন মাসে। নির্বাচন নিয়মিত না হওয়ার ফলে ডাকসু ও হল সংসদ কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। তাছাড়া ডাকসু ও হল সংসদের অধিকাংশ নেতাদের ছাত্রত্বের বয়সও ইতিমধ্যে ফুরিয়ে গেছে। বিশেষ করে ডাকসু নেতাদের প্রায় সকলের ছাত্রত্বই শেষ। স্বয়ং ভিপি জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছেন। অন্যান্য নেতারাও ক্যাম্পাসে গরহাজির। ছাত্র-ছাত্রীদের নানা সমস্যা ডাকসু বা হল সংসদ সদস্যদের সহায়তা নিতে পারছে না।

সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে কোনো কার্যকর উদ্যোগ ছাড়াই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি শান্ত। প্রধান দুই ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ম-ই) এর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বজায় থাকলেও তা সশস্ত্র পর্যায়ে নেই। প্রতিপক্ষের ভয়ে বিভিন্ন হলে বিতাড়িত ছাত্ররাও ধীরে ধীরে হলে অবস্থান নিতে শুরু করেছে। সব মিলিয়ে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি শান্ত ও নির্বাচনের অনুকূলে। ডাকসু নির্বাচন নিয়মিতভাবে না হওয়ার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি উত্তাপহীন অবস্থায় চলছে।

ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে ছাত্রলীগ (ম-ই) ইতিমধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে দাবি জানিয়েছে। গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের শরীক সংগঠনগুলোও ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুকূলে মত ব্যক্ত করে আসছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি বলে ছাত্র সংগঠনের নেতারা অভিযোগ করে আসছেন। ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর একজন নেতা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে জানান, বর্তমান ভিসি দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর আশা করা গিয়েছিলো ডাকসু নির্বাচন সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তিনি আরো অভিযোগ করেন, নতুন ভিসি কার্যভার গ্রহণ করে ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাদের একবারও আনুষ্ঠানিকভাবে ডাকেন নি। ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের নেতারাও একই অভিমত ব্যক্ত করেন।